মেরী কার্পেন্টার।

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি, এ,
প্রণীত।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৮।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

কলিকাতা ৬নং কলেজ স্কোয়ার সাম্য-যন্ত্রে,
সেখ আবদুল লতিফ দ্বারা মুদ্রিত।
১৯০৬

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ
তদুপাসনমেব।"

"তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।"

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী

শ্রীচরণেষু

মা,

নারী-জীবনের লক্ষ্য যাহা, বাল্যকাল হইতে তাহা তোমার নিকট শুনিতেছি। চির দিন যে আদর্শের কথা বলিতেছিলে, মেরী কার্পেণ্টারের জীবনীতে তাহা পাইলাম। ভক্তির সহিত সেই পুণ্যজীবনী তোমাকে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

১৫ই জুন,
১৯০৬

সেবিকা
কুমুদিনী

ভূমিকা।

মেরী কার্পেণ্টারের ভ্রাতুষ্পুত্র এস্‌লিন্‌ কার্পেণ্টার মহাশয়ের লিখিত জীবন-চরিত যখন পড়ি, তখন মনে হইয়াছিল যে, কেহ যদি মেরী কার্পেণ্টারের সেই জীবনচরিতখানি বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এদেশীয় নারীগণের মহোপকার হয়। তৎপরে অনেক শিক্ষিতা মহিলাকে মেরী কার্পেণ্টারের জীবনচরিত পড়িতে অনুরোধ করিয়াছি। যে দিন গ্রন্থকর্ত্রী এই প্রবন্ধটী "মেরী কার্পেণ্টার" হলে পাঠ করেন, সে দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি তাঁহাকে ইহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করি। আমার অনুরোধে তিনি ইহা মুদ্রিত করিতেছেন। ঈশ্বর করুন, তাঁহার এই উত্তম ও চেষ্টা সুফল প্রসব করুক। মেরী কার্পেণ্টারের এই জীবনচরিতখানি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু ইহা পাঠ করিলে এদেশীয় নারীগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। "মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা"— মেরী কার্পেণ্টারের জীবন রামমোহন রায়ের এই মহাবাক্যের কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল! ধন্য এরূপ নারীর

দার্জ্জিলিং,
৩০এ মে, ১৯০৬। } শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।



মেরী কার্পেণ্টার্।



যে জনহিতৈষিণী, মনস্বিনী মহিলা এই পৃথিবীতে আসিয়া ইহাকে ধন্য ও উন্নত করিয়া গিয়াছেন, যে রমণী-কুলশিরোমণি, পরার্থে আত্মবলিদান এবং জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দশের ও দেশের কল্যাণ-কামনায় জীবনোৎসর্গ করিয়া ত্যাগস্বীকারের জ্বলন্ত-দৃষ্টান্তস্বরূপা ও লোকশিক্ষার আদর্শ-রূপিণী হইয়া রহিয়াছেন, যিনি দীর্ঘকালব্যাপী অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্না চিরাবরুদ্ধা ভারত ললনাদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী-শ্রবণে দরবিগলিতাশ্রু হইয়া ভারতে আগমনপূর্ব্বক স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন —সেই প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকা বরণীয়া রমণীর চরিতালোচনা পরম শিক্ষারস্থল। সেই স্বার্থত্যাগিনী পুণ্যবতী মহিলার কর্ম্মময় জীবনের ঘটনাবলী অধ্যয়ন করিতে করিতে শরীর

রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তাঁহার সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্যাপন করিতে যে, কি কঠোর পরিশ্রম, অনন্যসাধারণ ত্যাগ-স্বীকার এবং অলোকসামান্য সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সেই পূতচরিত্রা, সংসার-সন্ন্যাসিনী, মহীয়সী মহিলার নাম "মেরী কার্পেণ্টার্।"

জন্ম ও শৈশব শিক্ষা।

শৈশব ও শিক্ষা।

মেরী কার্পেণ্টার্ ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা এপ্রেল ইংলণ্ডের অন্তর্গত এক্সিটার্ (Exeter) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার্ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার্ (Dr. Lant Carpenter) এই নগরের ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার মাতাও অতিশয় ধর্ম্মশীলা নারী ছিলেন। পিতা মাতা হইতেই তিনি তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণা প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অসাধারণ স্মরণ-শক্তি এবং প্রখরা বুদ্ধি থাকাতে, শৈশবে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা অতি সহজসাধ্য এবং দ্রুত হইয়াছিল। পরজীবনের কার্য্যকুশলতা এবং জগতের প্রয়োজনে নিযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর অতি শৈশবেই দেখা গিয়াছিল। তিনি দুই বৎসর বয়সে যখন পিতার সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন ক্ষেত্রে কৃষকদিগকে পরিশ্রমে নিযুক্ত দেখিয়া শৈশবের আধ

আধ ভাষায় বলিতেন "I want to be useful, I want to be useful" অর্থাৎ আমি কাজের লোক হইতে চাই; পিতা যতক্ষণ না তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে দিতেন, ততক্ষণ শান্ত হইতেন না। তিন বৎসর বয়সেই ধর্ম্মভাব তাঁহার হৃদয়ে অতি আশ্চর্য্যরূপে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বাল্যকালেই পিতার পরোপকারপ্রবৃত্তি পূর্ণরূপে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি বার বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন; এই অল্প বয়সেই বালকবালিকাদিগের উপর আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এক দিকে যেরূপ পিতার কার্য্যে সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন, অন্য দিকে স্কুলে লাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষা এবং গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে থাকেন; ভূবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের সহজ তত্ত্বগুলিও এই বয়সেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী মহাত্মা ডাক্তার্ মার্টিনো (Dr. Martineau) বলিয়াছেন,—"আমি সর্ব্বপ্রথমে যথন কুমারী কার্পেণ্টার্কে দেখি; তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর। এই অল্প বয়সেই তাঁহার গাম্ভীর্য্য এবং ধীরতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। তাঁহার সম্মুখে আসিলেই নিজেকে কত হীন মনে হইত; যখন তাঁহার সহিত কথা

বলিতাম, তখন নিজের জ্ঞানের অল্পতা বুঝিতে পারিতাম।”

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা ব্রিষ্টল্ নগরে স্থানান্তরিত হন। শৈশবের ক্রীড়াভূমি এক্সিটার্ পরিত্যাগ করিতে তাঁহার তরুণ হৃদয়ে অতি আঘাত লাগিয়াছিল; কিন্তু, এই ব্রিষ্টল্ নগরেই তাঁহার পর-জীবনের মহৎ কার্য্যাবলীর সূচনা হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কয়েকটি বালিকার শিক্ষাকার্য্যের ভার লইয়া ওয়াইট্ দ্বীপে গমন করেন। তৎপরে বিদেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি তাঁহার পিতার স্থাপিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার মাতা ও ভগিনী তাঁহাকে সাহায্য করেন। পূর্ব্বে তাঁহার পিতাই এই বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ শিক্ষা দিতেন; কিন্তু, এই সময় হইতে তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচার্য্যের কার্য্যেই সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হন। তৎপরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মেরী কার্পেণ্টার্ রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ছাত্রদের তত্ত্বাবধান উপলক্ষে তাহাদের গৃহে গমন করিয়া, এই সকল দরিদ্র এবং অজ্ঞান বালকদিগের দুর্দ্দশা উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর তাঁহাকে যে মহৎ কার্য্যের জন্য এ জগতে প্রেরণ

শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য।

করিয়াছিলেন, তাহার ভাব এখন হইতে তাঁহার প্রাণে উদিত হয়। পাপে, তাপে, দারিদ্র্যে নিপীড়িত স্বদেশ-বাসীর দুঃখ দূর করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্পা হন। তাহাদের অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন শোচনীয় অবস্থা তাঁহার কোমল প্রাণকে বিগলিত করে। তিনি তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেন এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকট বল ভিক্ষা করিয়া পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু কি ভাবে পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, কি কার্য্য করিলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা তখনও দেখিতে পান নাই; তথাপি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। ঈশ্বরই তাঁহার পথ প্রদর্শন করিবেন, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মেরী কার্পেণ্টারের চরিত্রে এই একটি প্রধান গুণ ছিল যে, যাহা একবার মহৎ বলিয়া, সত্য বলিয়া ধরিতেন, শত বাধা, বিপত্তি তাহা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। আত্মোৎসর্গের এই ভাবকে সবল করিবার জন্য তিনি এই সময়ে মহৎ জীবনাবলী অধ্যয়ন করেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা আশ্চর্য্যরূপে পূর্ণ করিলেন এবং জীবনের কার্য্য দেখাইয়া দিলেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়
ও
ডাক্তার টকার্ম্যান্।

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

এই মহাজনবাক্য মেরী কার্পেণ্টারের জীবনে সম্যক্‌রূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু, কোন্ পথাবলম্বন করিলে শ্রেয়ঃ হইবে, তাহা তখনও অবধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মহাদুশ্চিন্তার মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

পর বৎসরে (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে) প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং আমেরিকার জনহিতৈষী ডাক্তার টকার্ম্যান্ (Philanthrophist Dr. Tuckerman) ইংলণ্ডে গমন করেন। এই দুই মহাপুরুষের সংসর্গে আসিয়া তাঁহার কার্য্যকারিণী শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইল। এই দুই মহাত্মা তাঁহার জীবনের গতি দুই দিকে ফিরাইয়া দিলেন। রাজা রামমোহন রায় ভারতের দিকে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং

ডাক্তার্ টকার্ম্যান্ অসহায় দরিদ্র অজ্ঞান বালকবালিকা-দিগের সেবার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত করেন। গত জীবনের শিক্ষা, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, দৃঢ়চরিত্র তাঁহাকে এই দুই কার্য্যের জন্য এই নবীন বয়সেই প্রস্তুত করিয়াছিল। অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ভারতের সেই শোচনীয় দিনে রাজা রামমোহন রায় সত্যের জন্য যে প্রকার কষ্ট সহ্য করেন এবং যেরূপে সকল প্রকার কুসংস্কার, বাধা-বিঘ্ন ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন, তাহাতে মেরী কার্পেণ্টারের হৃদয় তাঁহার প্রতি গভীর-শ্রদ্ধাবনত হয়। রাজার ধর্ম্ম-বিশ্বাস, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ মেরী কার্পেণ্টারের হৃদয়ে ভারতের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা জাগরিত করিয়া দেয়। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে তিনি ভারতবর্ষে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর মেরী কার্পেণ্টার্ রাজার সম্বন্ধে একটী অতি গভীরভাবপূর্ণ কবিতা রচনা করেন। রাজার নশ্বর দেহকে যখন ষ্টেপল্টন্-সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করা হয়, তখন ডাক্তার্ কার্পেণ্টার্ সেই কবিতাটি পাঠ করেন।

"Thy nation sat in darkness, for the night
Of pagan gloom was o'er it. Thou wast born
'Midst superstition's ignorance forlorn ;
Yet in thy breast there glowed a heavenly light

Of purest truth and love ; and to thy s ght
Appeared the day-star of approaching morn.
What ardent zeal did then thy life adorn,
From deep degrading guilt to lead aright
Thy fallen people ; to direct their view
To that bless'd Sun of Righteousness, whence beams
Guidance to all that seek it—faithful—true ;
To call them to the saviour's living streams.
The cities of the East have heard thy voice :
'Nations, behold your God ! Rejoice, rejoice !'
Far from thy native clime a sea-girt land
Sits thron'd among the nations ; in the breasts
Of all her sons immortal freedom rests ;
And of her patriots many a holy band
Have sought to rouse the world from the command
Of that debasing Tyrant who detests
The reign of truth and love. At their behests
The slave is free ! and Superstition's hand
Sinks powerless. Hitherward thy steps were bent
To seek free commune with each kindred soul,
Whose highest powers are ever willing lent
To free their race from Folly's dark control.
To our blest isle thou didst with transport come :
Here thou hast found thy last, thy silent home,
Bright hopes of immortality were given
To guide thy dubious footsteps, and to cheer
Thine earthly pilgrimage. How firm and clear
Arose thy faith—that as the Lord hath risen,

So all His followers shall meet in heaven!
Thou art gone from us; but thy memory, dear
To all that knew thee, fades not: still we hear
And see thee yet as with us: ne'er are riven
The bands of Christian l·ve! Thy mortal frame
With us is laid in holy silent rest;
Thy spirit is immortal, and thy name
Shall by thy countrymen be ever blest.
E'en from the tomb thy words with power shall rise,
Shall touch their hearts and bear them to the skies.

রামমোহন রায়, পৃথিবীর মনীষীদিগের মধ্যে অনন্যসাধারণ, ভারতের গৌরবস্থল—বঙ্গের প্রাতঃস্মরণীয় মহাজন। তিনি ভারতের অতি দুঃসময়েই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজতত্ত্ব, কি রাজনীতি,—এমন বিষয় ছিল না—যাহার সংস্কার-কল্পে তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া অতি অল্প লোকই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমন সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বলোক-মান্য মহাপুরুষের গুণাকৃষ্ট হওয়া কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের মত কোমল-হৃদয়া পরোপকারিণী রমণীর পক্ষে স্বাভাবিক। মেরী কার্পেণ্টার রাজার নিকট হইতে বহু সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং "মানবের হিতকর কার্য্য করাই যে, পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা" তাহা রাজার চরিত্রে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং রাজার

চরিত্রকে আদর্শ করিয়াই আপনাকে কর্ম্ম-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি রাজার প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ রামমোহন রায়ের একখানি জীবন-বৃত্ত লিখিয়াছিলেন। মেরী কার্পেণ্টার্ প্রণীত জীবন-বৃত্ত খানি না থাকিলে আমরা রাজার সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতাম।

ডাক্তার্ টকার্ম্যান্।

ডাক্তার্ টকার্ম্যান্ ইংলণ্ডে আসিয়া ডাক্তার্ কার্পেণ্টারের গৃহে অতিথি হয়েন। মেরী কার্পেণ্টার্ ডাক্তার্ টকার্ম্যানের সহিত একদিন কোন দরিদ্র পল্লীর মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময় একটী অতি দরিদ্র অপরিচ্ছন্ন বালককে তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতে দেখিলেন। ডাক্তার্ টকার্ম্যান্ বলিলেন,—"এই বালকের পশ্চাদনুসরণ করিয়া ইহার বাসস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।" তখন তাঁহার এই উপদেশ যদিও কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু এই বাক্য মেরী কার্পেণ্টারের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল, এবং তদবধি জীবনের একটী গুরুতর কর্ত্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না, এই চিন্তা তাঁহাকে যাতনা দিতে লাগিল। এই চিন্তাই তাঁহার প্রাণে নব আকাঙ্ক্ষা, নব প্রতিজ্ঞা আনয়ন করে। ইহার ৩৬ বৎসর পরেও তিনি এই ঘটনাকে তাঁহার

জীবনের এক শুভ মুহূর্ত্ত বলিয়া স্মরণ করিতেন। তৎপরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার্ টকার্ম্যানের উপদেশ-মতে দরিদ্র ব্যক্তিদিগের গৃহ পরিদর্শন করিবার জন্য "ওয়াকিং এণ্ড ভিজিটিং সোসাইটী"(Working and Visiting Society) নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। ইহার সভ্যেরা কয়েকটি জেলা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন এবং তন্মধ্যস্থিত দরিদ্র-দিগের নৈতিক এবং আর্থিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মেরী কার্পেণ্টার্ ইহার সেক্রেটারি হইলেন। তিনি কুড়ি বৎসরের অধিক কাল ইহার সেক্রেটারি ছিলেন। যখন প্রত্যেক সভ্য কয়েকটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন, তখন মেরী কার্পেণ্টার্ দরিদ্র-তম এবং অপকৃষ্টতম স্থানগুলি পরিদর্শন করিবার ভার নিজের উপর লইলেন। এই কার্য্যে তিনি নিম্নশ্রেণীর সমুদয় অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবগত হন। এই ব্যক্তিদিগের জঘন্য অবস্থা কত সময় তাঁহার মনে ঘৃণা এবং বিরক্তি সঞ্চার করিত, কত বাধা সম্মুখে উপস্থিত হইত; কিন্তু, তিনি এ সকলই জয় করিয়া কর্ত্তব্য পথে স্থির রহিলেন। প্রায় দেড় বৎসর-পরে তাঁহার কার্য্যের সুফল ফলিল। তাঁহার পরিশ্রম কিঞ্চিৎ সার্থক হইল। এই সময়ের মধ্যেই কত ব্যক্তি অসাধুতা এবং পানাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছিল, কত

বালকবালিকা পাপ-পঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া নীতিমান্ হইয়াছিল। এই কার্য্য ব্যতীত তিনি একটী দৈনিক বিদ্যালয় এবং রবিবাসরীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

আত্মশিক্ষা।

এই সকল কার্য্য তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনে কোন বাধা দিতে পারে নাই। এই সকল কার্য্য ব্যতীত তিনি কাব্য, চিত্রাঙ্কণ, ভূবিদ্যা, শারীর-বিদ্যা মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং ফিলজফিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে (Philosophical Institution) অর্থাৎ দার্শনিক বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিতে যাইতেন, সে স্থান হইতে ভূতত্ত্বের নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। এ বিষয়ে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া ভূতত্ত্ব-বিষয়ে কথোপকথন করিতেন এবং সংগৃহীত নমুনাগুলি দেখাইতেন। জ্ঞানলাভে এবং জ্ঞানপ্রসঙ্গে তিনি প্রভূত আনন্দ পাইতেন। কাব্যের প্রতিও তিনি অনুরাগিণী ছিলেন। কিন্তু যে সকল কাব্যে এবং সাহিত্যে তাঁহার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ও উচ্চতম নৈতিক আদর্শকে হীন করা হইয়াছে

দেখিতেন, তাহার প্রতি তিনি অতিশয় বিরাগ প্রকাশ করিতেন। কবিদিগের মধ্যে একমাত্র ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকেই তিনি আদর্শ কবি জ্ঞান করিতেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রশংসাকারীও তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি দুই বার দুইটী বৃহৎ বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিতে মনন করেন। বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানার্জ্জন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করা, তাঁহার জীবনের একটি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি এ বিষয়ে এই সময়ে তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন, "যে সকল বিষয়ে আমার আত্মা পরিতৃপ্ত হয়, আমি সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া স্থায়ী ভাবে এ পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে চাই। কখন কখন আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি যেন এমন কিছু রাখিয়া যাইতে পারি, যাহা আমার মৃত্যুর পর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ তাহা স্মরণ করিবে। কিন্তু, আমার এই শেষ ইচ্ছা, আমার শক্তির অতীত বলিয়া মনে হয়।" মেরী কার্পেণ্টারের এই মহতী ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। তিনি এমন কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা মানবহৃদয়ে চিরদিন মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। কাব্য ব্যতীত তিনি চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। চিত্রের মধ্যে তাঁহার প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি

প্রায়ই প্রকৃতিসম্বন্ধেই চিত্র অঙ্কন করিতেন। উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার চিত্রসম্বন্ধেও বহু জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তিনি তাঁহার অঙ্কিত একখানি চিত্র মহাত্মা থিয়োডোর্ পার্কার্কে উপহার দেন। থিয়োডোর্ পার্কার্ এই চিত্রখানি তাঁহার পাঠগৃহে রাখিতেন।

মেরী কার্পেণ্টারের নৈতিক দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। কি সাহিত্য, কি কাব্য, কি চিত্রবিদ্যা নীতির দিক্ দিয়া দেখিতেন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের গুণাগুণ নৈতিক আদর্শ দ্বারা বিচার করিতেন। এমন কি, চিত্রকরের চরিত্র দেখিয়া চিত্রের সৌন্দর্য্য বিচার করিতেন। নৈতিক আদর্শ এত দূর উচ্চ না হইলে, এ প্রকার তেজঃপূর্ণ চরিত্র না হইলে কি তিনি তাঁহার জীবনের বিপৎ-সঙ্কুল-কার্য্য সকল সংসিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন?

পিতৃ-বিয়োগ।

মেরী কার্পেণ্টার্ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার পিতার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্যলাভোদ্দেশে তিনি বিদেশভ্রমণে বহির্গত হন; পরে লেগ্হর্ন্ হইতে মার্সেলিস্ যাইবার সময়

জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই আকস্মিক বিপদ শ্রবণ মাত্রেই মেরী কার্পেণ্টার্ এবং তাঁহার ভ্রাতাভগিনীদিগের মাতৃদেবীর প্রাণে সান্ত্বনাদান সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয় হইল। তাঁহারা সকলেই মাতার প্রাণে শান্তি আনয়ন করিতে চেষ্টিত হইলেন। মেরী কার্পেণ্টার্ তাঁহার পিতার কার্য্যের সহায় ছিলেন এবং তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ-মতে প্রত্যেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পিতার অভাব তাঁহার দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার করুণায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মেরী কার্পেণ্টার্ ও তাঁহার মাতা এই দারুণ শোক সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার পিতা এ লোক হইতে আর এক উন্নত লোকে গমন করিয়াছেন এবং তাঁহার পিতা সেই লোকে আছেন বলিয়া সেই অদৃশ্য-রাজ্য তাঁহার নিকট-তম বোধ হইত। প্রগাঢ় ঈশ্বরবিশ্বাসিনী ছিলেন বলিয়াই, তিনি এই শোকে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পরে তিনি দৈনন্দিন লিপিতে তাঁহার মানসিক অবস্থা এই-রূপ লিখিয়াছিলেন,—"এ পৃথিবীতে যাঁহাকে আমরা সর্ব্বা-পেক্ষা ভালবাসিতাম, তাঁহাকে হারাইয়া যদিও বাহিরে শোক প্রকাশ করিতেছি; কিন্তু ভিতরে শান্তি বিরাজমান।

তাঁহাকে এ পৃথিবীতে আর পাইব না সত্য ; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁহাকে আমরা পবিত্র স্মৃতি এবং স্বর্গীয় প্রেমে পাইয়াছি। প্রভু আমাদিগকে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছেন, কিন্তু এই আঘাতের মধ্যে তাঁহার পিতৃহস্ত নিকটতর বোধ হইতেছে। তিনি আঘাত দিয়া আবার পূর্ণ শান্তিও দিয়াছেন। এই বৎসর আমাদের নিকট অতি প্রিয় এবং পবিত্র হউক ; কেন না এই বৎসরে আমার প্রিয়তম পিতা পার্থিব দুঃখ, শোক এবং ক্লান্তির হস্ত এড়াইয়া অমর লোকের চিরশান্তি-আশ্রমে গমন করিয়াছেন।”

কর্ম্মক্ষেত্রবিস্তার।

পিতার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে তাঁহার ভক্তিভাজন বন্ধু ডাক্তার টকার্ম্যান্ পরলোক গমন করেন।

ডাক্তার টকার্ম্যানের মৃত্যু।

ডাক্তার টকারম্যানের উন্নত চরিত্র এবং জীবনের উচ্চ আদর্শ তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার পরজীবনে যখন একটির পর একটি জনহিতকর কার্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনই ডাক্তার টকার্ম্যান্ তাঁহাকে যে মহান্ ভাবে

অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেন।

মিউজিয়ম দান।

মেরী কার্পেণ্টার্ তাঁহার রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রাণে জ্ঞানানুরাগ জাগরিত করিবার জন্য তাঁহার ভূতত্ত্ব এবং অন্যান্য জিনিষের একটি ছোট মিউজিয়ম্ অর্থাৎ কৌতুকাগার তাহাদিগকে দান করেন। পূর্ব্বে এই সকল নিকৃষ্টচরিত্র ব্যক্তিদিগের পল্লী এবং গৃহ পরিদর্শন করিবার সময় তাঁহার হৃদয়ে কখন কখন ঘৃণা এবং বিরক্তির সঞ্চার হইত; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কয়েক বৎসর কার্য্য করিবার পর সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রতি তাঁহার করুণার উদ্রেক হয় এবং তাহাদিগের কার্য্যে প্রচুর আনন্দলাভ করেন। এই সময়েই তিনি এই হতভাগ্যদিগকে এত দূর ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন যে, কত মাতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া সন্তানকে তাঁহার হস্তে নিঃশঙ্কচিত্তে সমর্পণ করিয়া যাইত। পাপে, তাপে তাপিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইবে জানিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট আসিত। মেরী কার্পেণ্টার্ও প্রকৃত অনুতপ্ত পাপীকে সৎপথে ফিরিতে দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন।

মেরী কার্পেণ্টার্ যখন এইরূপে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড য়্যাস্‌লি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য পার্লামেণ্টে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যের প্রতিবাদে তাহা আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। আইনের সাহায্যে আপাততঃ এই কার্য্য সংসাধিত হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া কয়েকটি জনহিতৈষী ব্যক্তি নিজ নিজ নগরে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জনহিতৈষী মহাত্মা জন্ পাউণ্ডসের মৃত্যু হয়। তিনি যে প্রকারে রাস্তার দুর্দান্ত, অসচ্চরিত্র বালকবালিকাদিগকে তাঁহার গৃহে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতেন এবং ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দিতেন, তাহা অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁহারা এই মহাত্মার পন্থা অবলম্বন করিয়া দরিদ্রবিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন।

মহাত্মা জন পাউণ্ডসের শিক্ষা প্রণালী।

মেরী কার্পেণ্টার্ দেখিলেন, এই দরিদ্র বিদ্যালয় স্থাপন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সুন্দর উপায়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অসহায় দরিদ্র-বালকবালিকাদিগের জন্য তিনি দরিদ্র-বিদ্যালয় স্থাপন

অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন।

করিলেন। প্রথমতঃ, এই সকল অশান্ত এবং অসচ্চরিত্র বালকবালিকাদিগকে শান্ত এবং বাধ্য করিতে, তাঁহাকে বহু ক্লেশসহ্য করিতে হইত। একদিন কিছুক্ষণ শিক্ষা করিবার পর বালকবালিকাদিগের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল "এস, এখন যুদ্ধ করা যাক।" যখনই এই কথা বলা—আর তৎক্ষণাৎ প্রায় কুড়িটি বালকবালিকা মিলিয়া মারামারি করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল বটে; কিন্তু এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। ইংলণ্ডের ন্যায় শীতপ্রধান দেশে এই বালকবালিকাদের মধ্যে কাহারও জুতা, মোজা, কি কোন প্রকার গাত্রাবরণ ছিল না; অনেকের গৃহও ছিল না। তাহারা লোকের বাড়ীর সিড়িতে কিংবা নদীতীরস্থ বিশ্রামস্থানে রাত্রিতে নিদ্রা যাইত এবং দিনে চৌর্য্য প্রভৃতি অসৎ উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিত। মেরী কার্পেণ্টার্ এই স্কুলে প্রধানতঃ, ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানানুরাগ বর্দ্ধিত করিবার জন্য তাহাদিগকে কখন পৃথিবীর মানচিত্র বা ভূ-গোলক দেখাইতেন; কখনও ইতিহাস হইতে গল্প বলিয়া, কি কোন বিখ্যাত কবির কাব্যের কথা বলিয়া তাহাদের চঞ্চল মনকে শান্ত করিতেন। কখনও বা ভূতত্ত্বের কোন নিদর্শন দেখাইয়া

তাহাদের মনে পৃথিবীর আশ্চর্য্য নির্ম্মাণকৌশলের ভাব জাগাইয়া দিতেন। তিনি কিরূপ ভাবে বালকবালিকা-দিগকে শিক্ষা দিতেন, তাহা তাঁহার দৈনন্দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

"পৃথিবীর মেরুদণ্ড কিঞ্চিৎ হেলিয়া আছে বলিয়াই যে, ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, তাহা তাহাদিগকে দেখাইলাম এবং বুঝাইয়া দিলাম। তাহারা ইহাতে অতিশয় আহ্লাদিত হইল।"

"এই ক্লাসের ছেলেরা কখনও মানচিত্র দেখে নাই। মানচিত্র বুঝিতে তাহাদের অনেকক্ষণ লাগিয়াছিল। একটি ছাত্র মানচিত্রে ব্রিষ্টল্ এবং বাথ নগর দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আমি সর্ব্বদা অগ্রে জ্ঞাত স্থানগুলি দেখাইয়া পরে অজ্ঞাত স্থান দেখাই।"

"পূর্ব্ব সপ্তাহে আমি ছাত্রদিগকে কয়েকটি ফার্ণ দেখাইয়াছিলাম। তাহারা ইহার সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু ইহা যে, কি জিনিষ তাহা কেহই বলিতে পারিল না। কেহ বলিল, ইহা তাল গাছ। আমি ফার্ণ সম্বন্ধে তাহাদিগকে যাহা বলিলাম, তাহা তাহারা অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিল।"

"ম্যাকবেথের গল্প তাহাদিগকে বলিলাম; বেশ বুঝিলাম

যে, ইহা তাহাদের মনে মুদ্রিত হইয়া গেল। তাহারা সেক্ষপিয়ারের নাম জানিত। কোন ভোজনালয়ের উপর তাহারা তাঁহার প্রস্তরনির্ম্মিত মস্তক দেখিয়াছে।”

তিনি এইরূপে তাঁহার ছাত্রদিগের মানসিক অবস্থার ক্রমোন্নতি অতি আগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং তাঁহার শিক্ষানুসারে যদি কেহ কোন সৎকার্য্য করিত কিংবা তাঁহার উপদেশ মনে রাখিত, তবে তাহার স্মৃতি তিনি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন। একদিন তিনি তাঁহার কোন অন্ধ বন্ধুকে বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্রপ্রণালীটী ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এই বক্তৃতাতে ৩০০ শত বালকবালিকা উপস্থিত ছিল। তিনি এই দিনের বক্তৃতাসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“এক বৎসর পূর্ব্বে আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, তাহারা এইরূপ ধীরতার সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিবে কিংবা জ্ঞানলাভে এই প্রকার আনন্দ পাইবে।” মেরী কার্পেণ্টার্ প্রধানতঃ ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারাই এই সকল কঠিন হৃদয়গুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি রবিবার দুই বেলা এবং অন্যান্য দিনও ইহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। এই সকল দরিদ্র বালকবালিকাদিগের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনকে মধুর করিয়াছিল।

দরিদ্রবিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি এবং ছাত্রছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি ইহার জন্য ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে একটি বৃহৎ বাটী ক্রয় করেন। বাল্যজীবনে আমোদ কত দূর প্রয়োজন এবং বালকবালিকাগণ নির্দ্দোষ আমোদের সুবিধা না পাইলে, কিরূপে কুপথে চলিয়া যায়, মেরী কার্পেণ্টার্ তাহা বুঝিতেন। এই দোষ নিবারণার্থ তিনি এই বাটীসংলগ্ন ভূমির কিয়দংশ লইয়া ক্রীড়াভূমি নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে বালকবালিকাগণ আর রাস্তায় গিয়া অসৎ ক্রীড়াতে রত হইত না। কিছুদিন পরে এই বাটীসংলগ্ন কয়েকটি গৃহ লইয়া তিনি গৃহশূন্য এবং অনাথ বালকবালিকাদিগের জন্য আশ্রম স্থাপন করেন। কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই সকল দুর্দ্দান্ত, নীতিহীন বালকবালিকাদিগের অন্যায় কার্য্য এবং অত্যাচার সহ্য করিয়া স্কুলটি যখন এক বৎসর টিঁকিল, তখন ইহার আশ্চর্য্য উন্নতি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইলেন। লোকে বলিতে লাগিল, যে সকল বালকবালিকা দেখিয়া লোকে ভয় করিত, তাহারা কোন্ মন্ত্রবলে এই প্রকার শিষ্ট, শান্ত এবং সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়াছে? দেশবিদেশে মেরী কার্পেণ্টারের দরিদ্র-বিদ্যালয়ের কথা প্রচারিত হইল।

অবৈতনিক বিদ্যালয়ের বাটী ক্রয়।

দরিদ্র বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি দেখিয়া মেরী কার্পেণ্টা-রের আর একটী ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি দরিদ্র কৃষিজীবী ও শ্রমজীবিগণের শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির জন্য মনঃসংযোগ করিলেন। এই দরিদ্র-বিদ্যালয়ের সহিত তিনি একটি নৈশ-বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। ইহা স্থাপিত হওয়াতে নিম্ন শ্রেণীর শত শত তরুণবয়স্ক পুরুষ ও রমণী ইহাতে যোগদান করেন। এই সকল পুরুষ এবং রমণীর চরিত্র ও স্বভাব এতদূর বিকৃত ছিল যে, তাহাদিগকে দেখিয়া মেরি কার্পেণ্টারের দৃঢ় হৃদয়ও কম্পিত হইত। কিন্তু তাঁহার উন্নত চরিত্র-প্রভাব, ক্রমে ইহাদিগকেও জয় করিয়াছিল। এই সকল দুর্দ্দান্ত নরনারী পর-জীবনে এক একটি মানুষ তৈয়ার হইয়া মেরী কার্পেণ্টারের নিকট তাহাদের জীবনের ঋণ জ্ঞাপন করিয়া যে সকল বিবরণ লিখিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন।

মেরী কার্পেণ্টার্ দরিদ্রবিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদিগের মধ্যে কার্য্য করিতে করিতে, দেখিতে পাইলেন যে—অনেক বালক এই বিদ্যা-লয়ে প্রবিষ্ট হইবার সময়েই বিখ্যাত চোর হইয়া আসিয়াছে। তখন অল্পবয়স্ক বালকবালিকা চৌর্য্য

সংশোধন বিদ্যালয়ের প্রস্তাব।

প্রভৃতি অপরাধে অপরাধী হইলে, তাহাদিগকে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত একই কারাগারে বাস করিতে হইত। শাস্তি দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য—চরিত্র সংশোধন। কিন্তু ক্রমাগত দণ্ডিত হইয়া, বার বার জেলখানায় বাস করিয়া ইহাদের চরিত্র আরও কঠিন এবং দূষিত হইত। অধিকন্তু যেরূপ ভাবে পূর্ণ-বয়স্ক ও অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে শাস্তি পাইয়া একই কারাগৃহে বাস করিতে হইত, তাহাতে বালকবালিকাদিগের চরিত্র সংশোধিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হইত। তিনি ইহার বিষময় ফল, সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। মেরী কার্পেণ্টার্ যদিও কাহাকেও কাহাকেও সৎপথে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দরিদ্রবিদ্যালয় দ্বারা এই প্রকার বালকবালিকাদিগের চরিত্র সংশোধন করা যাইবে না। ইহাদিগকে মানুষ করিতে হইলে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার এই সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি এই বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকটি প্রধান ব্যক্তির সহিত ইহার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে পত্রালাপ করেন এবং অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাহা আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন।

কয়েক মাস এই বিষয় আলোচনা করিয়া অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগের স্বতন্ত্র বিদ্যালয় থাকা অতিশয় প্রয়োজনীয়, এই সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখেন। সমাজের মঙ্গলের জন্য যে, তিন প্রকার বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, তাহা এই পুস্তকে তিনি সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ অবৈতনিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয়তঃ শিল্পবিদ্যালয়, তৃতীয়তঃ অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগের জন্য জেলখানার পরিবর্ত্তে সংশোধন-কারাগার অথবা বিদ্যালয়। তিনি এই পুস্তকে সুন্দর যুক্তি এবং বহু সত্য ঘটনা দ্বারা সংশোধন-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য কোন্ উপায় এবং কি কি নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাও এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। ইংলণ্ডের লোক ইতঃপূর্ব্বে কখনও এই বিষয়ের চিন্তা করেন নাই; কিন্তু, মেরী কার্পেণ্টারের একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠার ফলে তাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগ দিতে বাধ্য হন। তাঁহারই যত্নে এসম্বন্ধে দুইটি সভা হয় এবং তাহাতে অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগের সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও তাহাদের উদ্ধারের উপায়, সভার সমক্ষে বিবৃত করেন। পার্লামেণ্টেও তাঁহার বক্তব্য উপস্থিত করা হয়। কিন্তু আইন দ্বারা এই প্রয়োজনীয় বিষয় সিদ্ধ হইবার শীঘ্র কোন সম্ভাবনা তিনি দেখিলেন না।

সংশোধন-বিদ্যালয়-স্থাপন।

মেরী কার্পেণ্টার্ যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতেন না। সংশোধন-বিত্থালয়-স্থাপনের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত হইল না বলিয়া সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। বরং আরও দৃঢ়তর হইয়া যাহাতে এই সকল বালকবালিকা স্বতন্ত্র ভাবে নীতিপরায়ণ ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বে বাস করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা, বিত্থাশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা করিয়া সমাজের হিতকারী হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি স্বয়ং সংশোধন-বিত্থালয় (Reformatory School) স্থাপন করেন। তাঁহার কোন বন্ধুপ্রদত্ত একটি বাটীতে এই বিত্থা-লয় স্থাপিত হয়। তাঁহার এই মহোদ্দেশ্য যখন দেশমধ্যে প্রচারিত হইল, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে টাকা আসিতে লাগিল। তাঁহার অন্য এক বন্ধু এই বিত্থালয়ের জন্য চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি প্রদান করিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বরে এই বিত্থালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিনের বিষয় মেরী কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন—"অত্য আমার মন, আশা অথচ ভয়ে পূর্ণ। আমি যাহাতে এই কার্য্য উপযুক্তরূপে চালাইতে পারি, তাহার জন্য প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই সম্বল নাই"। তিনি দরিদ্রবিত্থালয়ে শিক্ষা দান করিয়া যে সময় পাইতেন, তাহা এই সংশোধনবিত্থালয়ে দান করিতেন।

এতদিন ইহার জন্য যে প্রকার চিন্তা ও অনিশ্চয় ছিল, তাহা দূর হইয়া তাঁহার হৃদয় শান্তিপূর্ণ হইল। দরিদ্রবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে যে অগাধ প্রেম দ্বারা সৎপথে আনিতেছিলেন, সংশোধন-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রতিও তাঁহার সেই প্রেম ধাবিত হইল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—কঠিন, নির্দ্দয় ব্যবহার দ্বারা মানব-হৃদয়, মানব-চরিত্র কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু, প্রেম ও কোমল ব্যবহারই—মানবচরিত্র-পরিবর্ত্তনের একমাত্র উপায়। তিনি এই প্রেম দ্বারাই এই সকল অশিষ্ট, অদম্য, কঠিনহৃদয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে অবনত করিয়া সৎপথে চালিত করিয়াছিলেন। এক মাস যাইতে না যাইতে দেখা গেল, এই বিদ্যালয় দ্বারা প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন "একটী ছোট বালক যাহাকে বাধ্য হইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা গিয়াছিল, সে যখন আমার নিকট নীত হইল, তখন আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে, তাহার সকল দুঃখকাহিনী আমাকে বলিল। আমি তাহাকে আদরের সহিত কয়েকটী চুম্বন করাতে, তাহার সকল দুঃখ দূর হইল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমি যে তাহাকে ভালবাসি, তাহা সে বেশ জানে। আমি তাহার ভালবাসা পাইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলাম"। এইরূপে

মেরী কার্পেণ্টার্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপীদিগকে পুণ্যবান্ করিতে লাগিলেন। শীত, বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি প্রত্যহ ব্রিষ্টলের দরিদ্র-বিদ্যালয় হইতে কিংস্‌উড্‌স্থিত এই সংশোধন-বিদ্যালয়ে পদব্রজে গমন করিতেন।

দরিদ্র-বিদ্যালয় এবং সংশোধন-বিদ্যালয় যাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য মেরী কার্পেণ্টার্ ঘোরতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সম্মুখে মহানিষ্ট সাধিত হইতেছে, ঈশ্বরের সন্তানগণের উন্নতির কোন উপায় হইতেছে না, অথচ ইহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা না করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা মেরী কার্পেণ্টারের স্বভাব ছিল না। এই দুই স্কুলের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকটে কত আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছেন, পার্লামেণ্টের সভ্যদিগের সহিত দেখা করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন, ইহার জন্য কত সভা-সমিতি করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এ দিকে গৃহের যে সকল কর্ত্তব্য, তাহাও সম্পাদনে ত্রুটি করিতেন না।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরিশ্রমের ফল ফলিল। সংশোধন-বিদ্যালয় পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল। তৎপূর্ব্বে এই সকল অপরাধীদিগকে এই বিদ্যালয়ে রাখিতে তিনি গবর্ণমেণ্ট

পার্লামেণ্টের অনুমোদন।

হইতে কোন প্রকার সাহায্য পাইতেন না। তাহারা বিদ্যালয় হইতে পলায়ন করিলে কিংবা কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিলে, বিচারক কি পুলিসের সাহায্য করিবার অধিকার ছিল না। মেরী কার্পেণ্টার্ কেবলমাত্র কয়েকটি শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে এই সকল দুর্দ্দান্ত অপরাধীদিগকে অতি স্নেহের সহিত পরিচালনা করিয়া রক্ষা করিতেন। এই বৎসরেই তিনি "রেড্ লজ্" নামক বাটীতে বালিকাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র সংশোধন-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে তিনি রবিবাসরীয়-বিদ্যালয়, দরিদ্র-বিদ্যালয় এবং কিংস্উড স্থিত সংশোধন-বিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। বালিকাদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই নব বিদ্যালয় এখন হইতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিল। অত্যধিক পরিশ্রমে তিনি এই সময়ে পীড়িত হইয়া পড়েন ; কিন্তু, সুস্থ হইয়া পুনরায় এই সমুদয় কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অসুস্থতার সময়ে সমুদয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ তাঁহার জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, এই সময়ে পাছে তাহাদের কোন ব্যবহারে তিনি মনোবেদনা প্রাপ্ত হন, সেই ভয়ে তাহারা কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিত না। মেরী কার্পেণ্টার্ পরে এই বাটীতেই বাস করেন।

ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কব্।

আয়র্লণ্ডবাসিনী খ্যাতনাম্নী কুমারী কব্ ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। যখন তদীয় পিতা মিঃ চার্লস্ কব্‌কে তাঁহার ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের কথা জ্ঞাপন করেন, তখন তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কব্ যখন পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন, তখন মেরী কার্পেণ্টার্, তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া নিজ বাটীতে স্থান প্রদান করেন। কুমারী কব্, মেরী কার্পেণ্টারের সংসর্গে আসিয়া আপনাকে কৃতার্থা মনে করিয়াছিলেন। তিনিও মেরী কার্পেণ্টারের মহচ্চরিত্রে ও পরার্থপরতায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের ও দশের উপকারার্থে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। দরিদ্রাবাসের উন্নতি-সাধন, অত্যাচারী স্বামীদিগের হস্ত হইতে স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ করণ, রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ, অসহায় দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ সভা স্থাপন, পশু-ব্যবচ্ছেদ নিবারণ প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকলই যে, মেরী কার্পেণ্টারের সংসর্গের ফল, তাঁহাদের কার্য্যবিবরণ দেখিলেই সহজে প্রতীয়মান হয়।

স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-পদত্যাগ।

অত্যধিক পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া মেরী কার্পেণ্টার রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদত্যাগ করেন। তিনি পঁচিশ বৎসর এই কার্য্য স্থচারুরূপে সম্পাদন করিয়া যখন ইহা ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার সহযোগী শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহাদের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। এক্ষণে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের কার্য্য ত্যাগ করিয়া যে সময় পাইলেন, তাহা "রেড্‌লজ্"-স্থিত বালিকাবিদ্যালয়ে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। মেরী কার্পেণ্টারের মহান্, প্রেমপূর্ণ চরিত্রপ্রভাব এবং উন্নত আদর্শের মধ্যে থাকিয়া মনুষ্যসমাজের হেয় এই সকল বালিকার চরিত্র, ব্যবহার এবং প্রকৃতির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যে সকল পুলিসকর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কারাগারে লইয়া গিয়াছিল, তাহারাও এখন এই বালিকাদিগকে চিনিতে পারিল না। উন্নত, পবিত্র এবং উচ্চ-শক্তির প্রভাবে মনুষ্যচরিত্র এইরূপেই পরিবর্ত্তিত হয়। নিরাশ্রয় বালকবালিকা ও কয়েদীদিগের অবস্থার উন্নতিবিধান জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি নানাপ্রকার স্থযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কয়েদীদের অবস্থা স্থচারুরূপে জ্ঞাত হইবার জন্য তিনি আয়র্লণ্ডের

কারাগৃহের উন্নত প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে আয়ার্লণ্ডে গমন করেন। যে সকল বালকবালিকা দরিদ্র-বিদ্যালয় এবং সংশোধন-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইত, তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য এবং তাহাদের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিবার জন্য "চিল্‌ড্রেন্স এজেন্সী" (Childrens agency) স্থাপন করেন। তৎপরে শিল্প-বিদ্যালয় (Industrial Schools) এবং শ্রমজীবীদিগের উপকারার্থ তাহাদিগের জন্য বিশ্রামাগার স্থাপন করেন।

আমেরিকার দাস-সংগ্রাম।

এই সময়ে আমেরিকায় দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। আমেরিকার দাস-যুদ্ধ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আমেরিকার দক্ষিণ উত্তর প্রদেশের অধিবাসীরা, এমন কি, খৃষ্টীয়-ধর্ম্মযাজকেরাও এই জঘন্য দাসত্ব-প্রথা-প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এতদ্দেশে নীলকরদিগের অত্যাচারকাহিনী সর্ব্বজনবিশ্রুত। আসামের চা-কর কুলিদের উপর কম অত্যাচার করে নাই। আমেরিকানেরা ক্রীতদাসদিগের উপর ততোধিক অত্যাচার করিত। নির্যাতিত দাসদিগের দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া করুণাময়ী শ্রীমতী হেরিয়েট বিচার ষ্টো'র (Mrs Harriet Beecher)

Stowe) হৃদয় বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি উপন্যাসের ছলে দাসদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত করিয়া টম-কাকার কুটীর (Uncle Tom's Cabin) নামে পুস্তিকা প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর আমেরিকার অধিবাসীদিগকে উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। এই উপন্যাস-পাঠে জনসাধারণ এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করে, এবং বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া উত্তর-প্রদেশবাসীরাই এই নৃশংস ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য প্রথমে দণ্ডায়মান হয়। দক্ষিণ আমেরিকাবাসীরা কিন্তু ইহাতে সম্মত হইল না। এতদ্দ্বারা গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল। অবশেষে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে! এব্রাহিম লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট হইলে, ১৮৬৪ সালে এই ঘৃণিত ব্যবসায় আইন দ্বারা রহিত হয়।

আমেরিকার এই দাস-যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের অনেকে উত্তর-আমেরিকাবাসীদিগের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিঃ হিউজ, মিঃ লডলো, মিঃ ব্রাইট্ প্রভৃতি মনীষিগণ এই ঘৃণিত প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। আমেরিকার এই দুরবস্থার কথা শুনিয়া পরোপকারিণী কোমল হৃদয়া মেরী কার্পেণ্টারের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনিও আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন

না। মেরী কার্পেণ্টার্ লায়ড গ্যারিসন, থিয়োডোর পার্কার প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত মিলিত হইয়া এই সংগ্রামে প্রাণমনঃ ঢালিয়া যোগ দেন এবং দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দাসত্বপ্রথার বিরোধীদিগকে উৎসাহিত করেন। দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা ইহাঁ-দের সহানুভূতি ও উৎসাহ বাক্যে আরো প্রোৎসাহিত হইয়া সঙ্কল্প দৃঢ়তর করিতে এবং এই ঘৃণিত ব্যবসায় উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে দেশে হউক না কেন, জনসাধারণের দুরবস্থার কথা শুনিলেই মেরী কার্পে-ণ্টারের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত; এবং তিনি তন্নিবারণে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবতী থাকিতেন; যত দিন না কার্য্য সংসাধন হইত, ততদিন তাহা হইতে বিরত হইতেন না।

ভারতের কার্য্য।

ভারতে আগমনের উদ্যোগ।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে একজন ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টান ইংলণ্ডে গমন করেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করিয়া মেরী কার্পেণ্টারের হৃদয়ে ভারতের প্রতি যে স্নেহ, যে উৎসাহ অঙ্কুরিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই নবাগত ভারতবাসীকে দেখিয়া তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি

ভারতে আগমন করিয়া এতদ্দেশের নারীদিগের শোচনীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এখন হইতে ভারতের স্ত্রীজাতির কল্যাণসাধন করিতে সমগ্র মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিব। ঈশ্বর বল দিন, যেন এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হই।" গৃহে তাঁহার বহু মহৎ কার্য্য ছিল; কিন্তু রামমোহন রায়ের জন্মভূমি ভারতের নারীদিগের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা তাঁহার কোমল প্রাণকে এমনই দ্রবীভূত করিয়াছিল যে, তাঁহার গৃহের কর্ত্তব্যকার্য্য তাঁহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভারতে আসিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

ভারতের অভিজ্ঞতালাভ।

ঈশ্বরের আদেশে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিলেন। তিনি ভারতে আসিয়া যে বিশেষ কিছু কার্য্য করিতে পারিবেন, তাহা কখন মনে করেন নাই। কিন্তু কারাগার এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার খ্যাতি এই সুদূর ভারতেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইবামাত্র ভারত গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষা, কারাগারের উন্নতি

প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যসম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন। এইরূপে এখানে আসিয়াই তাঁহার সন্মুখে কার্য্য করিবার নূতন পথ দেখিতে পাইলেন। নারীদিগের শিক্ষা, নারীদিগের অধঃপতিত, পদদলিত অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। যদিও তখন কলিকাতা, বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি কয়েকটি নগরে বালিকাবিদ্যালয় ছিল, কিন্তু তাহাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। অতি অল্পসংখ্যক বালিকাই স্কুলে অধ্যয়ন করিত এবং প্রায় সকলেরই ১১।১২ বৎসর বয়সে জ্ঞানার্জ্জন শেষ হইত। যে জ্ঞানার্জ্জনের অন্ত নাই, যে জ্ঞানলাভসম্বন্ধে মহাজ্ঞানী নিউটন্ বলিয়াছিলেন, "আমি এখনও জ্ঞান-সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড আহরণ করিতেছি," সেই জ্ঞানলাভ ভারতবর্ষীয়া বালিকাদিগের দশ, এগার বৎসরেই শেষ হইয়া যাইত! তিনি এই অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তিনি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা দিবার জন্য প্রায় প্রত্যেক স্কুলে পুরুষ শিক্ষক নিযুক্ত। শিক্ষয়িত্রী পাওয়া অতি দুর্লভ ছিল।

বোম্বাই নগরে আসিবার কয়েক দিন পরে তিনি আহ্মেদাবাদ নগরে গমন করেন। এই স্থানের কারাগৃহ, হাঁসপাতাল, উন্মাদালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করেন এবং তৎসঙ্গে ভারতবর্ষীয়দিগের চরিত্র এবং অভাবও পর্য্যবেক্ষণ

করিয়া ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানলাভ করেন। তাঁহার প্রখর পর্য্যবেক্ষণক্ষমতা এবং তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তির দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রকার অধিবাসীদিগের জীবনালোচনা করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। তিনি অবসর সময়ে ভারতের অসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিয়া ভারতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তিনি তাঁহার অমূল্য কার্য্য দ্বারা ভারতানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন; অধিকন্তু চিত্রকলা দ্বারাও তাঁহার হৃদয়ের এই গভীর ভাব প্রকাশ করিয়া আনন্দ পাইতেন। আহ্‌মেদাবাদ নগরেই তাঁহার ভারতীয় কার্য্যপ্রণালী স্থির হয়। ভারতে স্ত্রীশিক্ষার যে সকল অন্তরায় বর্ত্তমান, তাহা তিনি সাধারণ ভাবে জ্ঞাত ছিলেন। প্রাচীন কালে ভারতের নারীদিগের শিক্ষার অতি উচ্চ আদর্শ ছিল সত্য; কিন্তু এই সময়ে দেশের লোকে এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। মেরী কার্পেণ্টার্ কলিকাতা, পুনা, আহ্‌মেদাবাদ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বালিকাবিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। তিনি কলিকাতা আগমন করিয়া বেথুন স্কুল পরিদর্শন করেন; এবং ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করেন।

তিনি ভারতের রাজপুরুষদিগের তিনটি বিষয়ের প্রতি

মনোযোগ আকর্ষণ করেন—স্ত্রীশিক্ষা, সংশোধন-বিদ্যালয় এবং কারাবন্দীদের অবস্থা। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশের লোকে এই তিন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে লাগিলেন এবং নারীদিগকে শিক্ষা দিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নারীজীবনের উদ্দেশ্য অতি উচ্চ এবং মহান্। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, নারী জগতে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারেন। ভারতের নারীদিগের হীন অবস্থা, জীবনের হীন লক্ষ্য দেখিয়া মেরী কার্পেণ্টার্ অত্যন্ত দুঃখিত হন। মেরী কার্পেণ্টার্ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের নারী শিক্ষিতা না হইলে ভারতবর্ষ কোন কালেও জগতের মধ্যে উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। তিনি এই ভাব জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার পথে বহু বাধা, বিঘ্ন বর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে, দৃঢ় বিশ্বাস, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অদম্য উৎসাহ থাকিলে সকল বাধা বিঘ্ন দূরে পলায়ন করিবে, এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যাইবে।"

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া নিম্নশ্রেণীর বালক-বালিকাদিগের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে সার জন্ লরেন্স সিমলা হইতে কলিকাতা আগমন করাতে তিনি গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদে বাস করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। মেরী কার্পেণ্টার স্ত্রীশিক্ষা, কারাগৃহের উন্নতি-সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং যে প্রণালী স্থির করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সার্ জন্ এবং লেডী লরেন্স্ তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ হইতে ভারত নারী-সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনীকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন,—"গোঁড়া লোকগুলি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে না। আমি ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিনী, এই জন্য যে, তাহারা আমার সহিত দেখা করে না, তাহা নহে; আমি ভারতীয়া স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছি, এই একমাত্র কারণে তাহারা আমার নিকট আসে না। স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিতা হইলে, তাহাদের অবস্থা উন্নত হইলে, পুরুষগণ তাহাদের স্ত্রীদিগকে আর সম্পূর্ণ দাসত্বপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না, এই স্বার্থপর ভাবে প্রণোদিত হইয়াই

অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয়।

এই গোঁড়া লোকগুলি সাবধানতার সহিত আমার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। আমারও ইহাদের জন্য কোন সহানুভূতি নাই। কিন্তু এমন অনেক মহাপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিদ্বান্, উন্নতচরিত্রের লোক আছেন, যাঁহাদের কার্য্যের সহিত আমি পূর্ণরূপে সহানুভূতি করি।" মেরী কার্পেণ্টার্ কলিকাতায় অবস্থানকালীন কয়েকটি বক্তৃতা করেন। একটি সভাতে তিনি ইংলণ্ডের সমাজ-বিজ্ঞান সভার কার্য্য বর্ণনা করেন। এই সভার পর বৎসরই বঙ্গদেশীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা (Bengal Social Science Association) স্থাপিত হয়।

উপযুক্ত বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল বটে ; কিন্তু ; উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাওয়া দুর্লভ। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী ভিন্ন বালিকাদিগের শিক্ষা দেওয়ার আশা, সুদূরপরাহত। ইহা দেখিয়া তিনি শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য ফিমেল্ নর্ম্যাল (Female Normal School) স্কুল স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইলেন। এই বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া ভারতের তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড সলস্‌বেরীকে সমুদয় অবস্থা অবগত করিয়াছিলেন। ভারতের তাৎকালিক গবর্ণর জেনারেল সার্ জন্ লরেন্স, বঙ্গেশ্বর সার রিচার্ড টেম্পল্, শিক্ষা বিভাগের

ফিমেল্ নর্ম্যাল স্কুলের প্রস্তাব।

ডিরেক্টর ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগকে স্ত্রী-শিক্ষা এবং ফিমেল্ নর্ম্ম্যাল্ স্কুল স্থাপনের গুরুতর প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন।

মেরী কার্পেণ্টার এক বৎসর ভারতে থাকিয়া, স্ত্রীশিক্ষা, কারা-সংস্কার, কয়েদীদিগের শিক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর কার্য্যের অবতারণা করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়াও তিনি উপরি-উক্ত বিষয় সম্বন্ধে ভারতের গবর্ণর জেনারল, বোম্বাইয়ের গবর্ণর এবং ভারতের প্রধান প্রধান উৎসাহী লোকদিগের সহিত পত্রালাপ করেন এবং সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব দ্বারা গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি দেখিলেন, ভারতের উৎসাহী ব্যক্তিগণ যদি এই বিষয়গুলিসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন, তবে কার্য্য,অচিরে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। তাঁহারই পরামর্শ-মতে ভারতের প্রধান প্রধান উদ্যোগিগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে আবেদন করেন। এই আবেদনের ফলে গবর্ণমেণ্ট ফিমেল্ নর্ম্ম্যাল্ স্কুল-স্থাপনের জন্য বাৎসরিক ২২৫০০ টাকা নির্দ্ধারণ করেন। মেরী কার্পেণ্টার্ ইংলণ্ডে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আশান্বিতা হন এবং ভারতের স্ত্রীশিক্ষার হিতৈষীদিগকে সত্বর এই শুভকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই নবেম্বর মেরী কার্পেণ্টার্ পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতবর্ষে আগমন করিয়া তিনি ফিমেল্ নর্ম্ম্যাল্ স্কুলের কোন প্রকার চিহ্ন না দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে স্বয়ং বোম্বাই সহরে এই প্রকার একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার এই মহাদৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বহুলোক স্ত্রী-শিক্ষা কার্য্যে অগ্রসর হন এবং কয়েকটি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। তাঁহারই যত্ন এবং চেষ্টায় কয়েকটি দানশীলা মহিলা ও ধনী পুরুষ এই সকল বিদ্যালয়ে বৃত্তিদান করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু অতি-রিক্ত পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ।

পূর্ব্বে দুইবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অকৃত্রিম অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত যে বীজ বপন করিয়া-ছিলেন, তৃতীয় বার এদেশে আসিয়া তাহার কিঞ্চিৎ ফল দেখিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিতা হন। দুঃখিনী ভারত-নারীর প্রতি যে অপার্থিব প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিতে চারি বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন, শত লোকের অবজ্ঞা, উপহাস, কঠিন আচরণ এবং নিরাশার মধ্যেও তাহা অটল ছিল। তিনি

মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার এই আগমনই ভারতে শেষ আগমন হইল। ইহা ভাবিয়া স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি জানি যে, যদিও বিষয়ী এবং স্বার্থপর ব্যক্তিগণ ইহা অবিশ্বাস করিবে এবং এই বিষয় লইয়া উপহাস করিবে, কিন্তু এদেশে এমন অনেক মহানুভব, উন্নত-প্রকৃতির লোক আছেন, যাঁহারা এই কার্য্যের শক্তি অনুভব করিয়া ইহাতে প্রকৃতই আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যে, দেশমধ্যে এই ভাব প্রজ্জলিত করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি বিশ্বাস ও আশার সহিত বলিতেছি, ভারতবর্ষে এই কার্য্য উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে। অতএব ভারতবর্ষ, এখন তোমার নিকট বিদায় হই।"

ইংরাজ এবং ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রীতিস্থাপনের জন্য তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিষ্টল্ নগরে ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ (National Indian Association) স্থাপন করেন। তিনি এই এসোসিয়েশন্ দ্বারা ইংরাজদিগের মধ্যে ভারত সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানবিস্তার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি ইহা দ্বারা ভারতের সামাজিক অভাব, সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি, কারাগৃহসমূহের সংস্কার এবং অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগের জন্য

সংশোধন-বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মেরী কার্পেণ্টার্ শেষ বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। এবারে ভারত-নারী-দিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। পূর্ব্বে যাহারা জ্ঞানালোকের আস্বাদ কিছুমাত্র পায় নাই, তাহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে শিক্ষাপ্রাপ্ত দেখিয়া অত্যন্ত আশান্বিতা হন। তাঁহার প্রাণগত পরিশ্রমের ফল যে ফলিয়াছে, ইহাতে ঈশ্বরের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পুনাতে তিনি একদিন একটি স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। স্কুলগৃহে প্রবেশ করিতেই সুন্দর ইংরাজীতে কে যেন তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল। তিনি ফিরিয়া দেখেন, বিচিবাই-নাম্নী একটী মহিলা তাঁহার সহিত কথা বলিতে-ছেন। বিচিবাই বলিলেন, "নয় বৎসর পূর্ব্বে আপনিই আমাকে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অনুরাগিণী করেন। তাহার ফলে এক্ষণে আমি আপনার সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতে পারিতেছি।" কিন্তু তখনও দেশে আশানুরূপ স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কিংবা মহিলাদের হীন অবস্থার

চতুর্থ বার ভারতে আগমন।

উন্নতি হয় নাই। তিনি এই শেষ বারেও ইংলণ্ডের এবং ভারতের প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগকে এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে একান্ত অনুরোধ করেন।

ফ্যাক্টরী আইন।

এদেশের কল কারখানাগুলিতে যে সকল কুলী, মজুর কাজ করিত, তাহাদের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। কল-কারখানাতে অল্প বয়স্ক বালকবালিকাগণ কাজ করিত এবং পূর্ণবয়স্ক লোক-দিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত। অথচ তাহাদের পারিশ্রমিক পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ছিল না। মেরী কার্পেণ্টার্ বোম্বাই, আহ্‌মেদাবাদ প্রভৃতির কল-কারখানাগুলিতে গিয়া তথাকার শ্রমজীবীদিগের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিতহৃদয় হন; এবং যাহাতে কল-কারখানাতে পাঁচ এবং তদূর্দ্ধ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদিগের নিয়োগ এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি-দিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম নিবারিত হয়, তজ্জন্য তিনি যথা-সাধ্য চেষ্টা করেন। বোম্বাই নগরে কাপড়ের কলের কারখা-নাতে নিয়োজিত বালকবালিকাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে উপদেশ দেন। তিনি যে স্থানে গমন করিতেন, সেই স্থানেই কারাগারের বন্দী অথবা কারখানার শ্রমজীবীদিগের পরিশ্রমের সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করি-তেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতেও আইন

দ্বারা কারখানার বালকবালিকাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত এবং শ্রমজীবীদিগের পরিশ্রমের সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিলে, তাহার ফল অতি অশুভ হইবে। ইহা বুঝিয়া তিনি ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারীর নিকট ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রেরণ করেন এবং তাঁহারই যত্নে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ফ্যাক্টরী আইন বিধিবদ্ধ করেন।

কারা-সংস্কার।

মেরী কার্পেণ্টার যে সকল জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ভারতের কারা-সংস্কার তাহাদের মধ্যে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চুরি, ডাকাতি, বা হীনচরিত্রের জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত কারাবাসীদিগের উপরও মেরী কার্পেণ্টারের মধুময় স্নেহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। তিনি এমনই করুণ-হৃদয়া ও ক্ষমাশীলা রমণী ছিলেন যে, সমাজের ঘৃণিত, রাজদণ্ডে দণ্ডিত কারাবাসিগণও তাঁহার নিকট কৃপার পাত্র বলিয়া গণ্য হইল। তিনি বুঝিলেন, অপরাধীদিগকে কেবল কঠিন শাস্তি দিলেই তাহাদের চরিত্র সংশোধন হইবে না। তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়া চরিত্রবান্

করা আবশ্যক। তিনি তাহাদের স্বাস্থ্য-সংরক্ষার, শিক্ষা বিধান ও জ্ঞানোন্নতির জন্য মনঃসংযোগ করিলেন।

মেরী কার্পেণ্টার্ কারাগৃহের উন্নতিসম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব করেন। প্রথমতঃ, কয়েদীদিগের স্বতন্ত্র শয়নগৃহের অভাবের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন শয়নগৃহ না থাকাতে, এক একটি গৃহে প্রায় ৪০।৫০ জন কয়েদী শয়ন করিত। দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে রাখিয়া কয়েদীদিগকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেন। তৃতীয়তঃ, তিনি বলেন যে, স্ত্রী-কয়েদীদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, তাহাদিগেরও উপযুক্ত শিক্ষা ও ভিন্ন ভিন্ন শয়নগৃহের বন্দোবস্ত এবং স্ত্রী-কারাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কারাগার সমূহের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ইংলণ্ডে এক অন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস বসে। মেরী কার্পেণ্টার্ কারাগারের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া এই কংগ্রেসে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই বিষয় লইয়া যে সকল জনহিতৈষী মহাত্মাগণের সহিত তাঁহার পত্রালাপ হইয়াছিল, তাঁহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। তাঁহারা সকলে মেরী

কার্পেণ্টার্‌কে সাদর অভ্যর্থনা করেন, এবং তাঁহার প্রস্তাবিত কারা-সংস্কারের বিষয় সমর্থন করেন। ইহার কিছুকাল পরে আমেরিকার কারাগারের অবস্থা পরিদর্শন করিতে তথায় গমন করেন। আমেরিকায়ও ভারতের স্ত্রীশিক্ষা এবং সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি স্থানে স্থানে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মেরী কার্পেণ্টার শেষ বারে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান নগর পরিদর্শন করেন এবং স্ত্রীশিক্ষা ও কারাগৃহের অবস্থার বিবরণ, লর্ড সলস্‌বেরীর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি কারাগৃহসম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পর বৎসরেই তাহা পার্লামেণ্টে বিচারার্থ উত্থাপিত হয়। অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগের জন্য সংশোধন বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রস্তাব করেন, তাহা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আইনে পরিণত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বন্দীদের যে অবস্থার উন্নতি দেখা যায় এবং ভারতে যে সকল সংশোধন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে,—মেরী কার্পেণ্টার্‌ তাহার মূল।

মৃত্যু।

মেরী কার্পেণ্টার্ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সেও নবীন-তেজে,অদম্য উৎসাহে সকল প্রকার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নারীজাতির উন্নতির চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। ইংলণ্ডের মহিলাগণ যাহাতে পার্লামেণ্টে পুরুষদিগের ন্যায় ভোট দিতে পারেন, সেজন্যও তিনি অতিশয় যত্নশীলা ছিলেন। মাদকতা নিবারণের অনুকূলে যে সকল সভা-সমিতি হয়, তাহাতেও তিনি প্রাণমন দিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। মানব চরিত্রের উন্নতিসাধনসম্বন্ধে যে সকল আন্দোলন হইয়াছে, সে সমুদয়ে তিনি যোগ দিয়াছেন এবং তাঁহার অসাধারণ বিজ্ঞতা দ্বারা সে সকল আন্দোলনই সফল করিয়াছেন। তিনি এই বৎসরেই পরলোক গমন করেন। ১৪ই জুনে দিবসের প্রত্যেক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া পার্লামেণ্টের সভ্যগণের সহিত জনহিতকর কার্য্য সম্বন্ধে কথা বলিয়া, এবং চিঠি পত্র লিখিয়া রাত্রিতে শয়ন করিতে গমন করেন। পরদিন প্রাতে আর তাঁহার জীবন্ত, উৎসাহপূর্ণ তেজোময় মূর্ত্তি কেহ দেখিতে পাইল না। তখন অবিনশ্বর আত্মা তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে!

মেরী কার্পেণ্টারের সমাধি।

প্রাতঃকালে এই দুঃসংবাদ চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আত্মীয় স্বজন একেবারে শোকমগ্ন হইয়া পড়িলেন। অনাথ, দীন, দরিদ্র লোক মাতৃহীন হইয়াছে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ তারযোগে ভারতে ও আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণ সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। মেরী কার্পেণ্টারের মৃত্যুর চারি দিন পরে অর্থাৎ ১৯শে জুন বুধবার অর্ণের ভেলের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার মাতার ও প্রিয় ভগিনী এনার সমাধি-মন্দিরের পার্শ্বে মহাসমারোহের সহিত তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়। বহু বন্ধু বান্ধব, ধনী, নির্ধন, বালক বালিকা মিলিয়া মহাসমারোহের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কুমারী কার্পেণ্টারের শবদেহ সমাধিক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই শোকার্ত্ত লোকশ্রেণীর মধ্যে কেবল যে, ইংলণ্ডের লোকই ছিলেন, তাহা নহে; যখন তাঁহার মৃতদেহ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গৌরবমণ্ডিত সমাধি-মন্দিরের নিকটে পঁহুছে, তখন দুইটী ছোট ভারতবর্ষীয় বালককে হাতে ধরাধরিপূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া তাঁহাদের সহিত যাইতে অনেকে দেখিয়াছিলেন।

মেরী কার্পেণ্টারের সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন ৭০ বৎসর বয়সে এইরূপে শেষ হইল।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অমূল্য স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রমজীবী বালকবালকাদিগের জন্য দুইটি আশ্রম স্থাপিত হয়। তাঁহার অসাধারণ জীবনের কার্য্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি প্রস্তর ফলকে খোদিত হইয়া ব্রিষ্ট্রল্ নগরের উপাসনালয়ে রক্ষিত হইয়াছে।

তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু ডাক্তার মার্টিনো প্রস্তর ফলকে খোদিত এই বিবরণ লিখিয়াছিলেন ঃ—

SACRED TO THE MEMORY OF
MARY CARPENTER,

Foremost among the founders
of Reformatory and Industrial Schools
in this city and realm.

Neither the claims of Private duty
nor the tastes of a cultured mind
could withdraw her compassionate eye
from the uncared-for children of the streets.

Loving them while yet unlovely,
she so formed them to tho fair and good
as to inspire others with her faith and hope,
and thus led the way to a National system
of moral rescue and preventive discipline.

Taking also to heart the grievous lot
of oriental women
in the last decade of her life
she four times went to India,

and awakened an active interest
in their education and training for serious duties.
No human ill escaped her pity, or cast down her trust
with true self-sacrifice she followed
in the train of Christ,
to seek and to save that which was lost
and bring it home to the father in heaven.

Desiring to extend her work of piety and love,
many who honoured her have instituted in her name,
some homes for the houseless young,
and now complete their tribute of affections
by erecing this memorial.

Born at Exeter, April 3rd, 1807,
Died at Bristol, June 15th, 1877.

বঙ্গানুবাদ।

এই রাজ্যের এবং নগরের সংশোধন এবং শিল্প-বিদ্যালয়
স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্যা মেরী কার্পে-
ণ্টারের পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ ইহা
স্থাপিত হইল।

যাঁহার পারিবারিক কর্ত্তব্যসমূহ কিংবা যাঁহার উন্নত, সুসংস্কৃত মনের উন্নততর প্রবৃত্তি, অযত্নে প্রতিপালিত, সমাজের ঘৃণ্য বালকবালিকাদিগের শোচনীয় অবস্থা হইতে তাঁহার সুকোমল, সস্নেহ দৃষ্টিকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই—যিনি এই প্রকার ঘৃণিত মানবদিগকে অগাধ প্রেমে চালিত করিয়া সৎ এবং সুন্দর করিয়াছিলেন—যাঁহার

সংস্রবে আসিয়া লোকে, বিশ্বাস এবং আশাতে পরিপূর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি নৈতিক অধোগতি হইতে মানবকে নৈতিক উন্নতির পথে লইয়া যাইবার এক সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—যিনি শেষ জীবনে পূর্ব্বদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শোচনীয় অবস্থায় দ্রবীভূত হইয়া ভারত-বর্ষে চারি বার গমন করিয়া সেই দেশের লোকদিগকে সুশিক্ষায় আগ্রহান্বিত করিয়াছিলেন—প্রত্যেক মানবীয় দুঃখ-দুর্দ্দশা যাঁহার দয়া আকর্ষণ করিয়াছে ; কিন্তু বিশ্বাস ভগ্ন করিতে পারে নাই—যিনি প্রকৃত আত্মোৎসর্গের দ্বারা পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত মানবকে উদ্ধার করিয়া এবং ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়া যীশু খৃষ্টের পদানুসরণ করিয়াছিলেন—

তাঁহার প্রেম এবং দয়ার কার্য্য বিস্তৃত করিবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা তাঁহার নামে অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার গৌরবময়ী স্মৃতি রক্ষার্থ এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় পূর্ণ করিলেন।"

জন্ম, এক্সিটার নগরে, এপ্রিল ৩রা, ১৮০৭ খৃঃ।

মৃত্যু, ব্রিষ্টল নগরে জুন ১৫ই, ১৮৭৭ খৃঃ।

উপসংহার।

কুমারী মেরী কার্পেণ্টার্ মৃত্যুদিবস পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে বিরত হন নাই। কি অত্যাশ্চর্য্য, অবর্ণনীয় কর্ম্মময় জীবন! শেষ দিন পর্য্যন্ত কেবল কাজ, কাজ, কাজ! পরার্থে আত্মোৎসর্গের কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! মানবের দুঃখ দূর করিবার কি আকুল পিপাসা! ইচ্ছা করিলে সুখসৌভাগ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আরামে জীবন কাটাইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা অপেক্ষা চির-কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক শত অত্যাচার, বাধা, বিঘ্ন ও দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জনকেই বরণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁহার সন্তান মানবের প্রতি এ কি গভীরপ্রেম! এই প্রগাঢ় প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি নিজের সুখ তুচ্ছ করিয়া তাহাদের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়, জগতের মানব জাতির উপর বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যখন যে দেশে জনসাধারণের দুরবস্থার কথা শুনিতেন, তখনই তাহাদের দুঃখবিমোচনে প্রাণ মন সমর্পণ করিতেন। ইংলণ্ডের অনাথ দরিদ্রদিগের উন্নতিবিধান, দরিদ্র কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদিগের জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন, হীনচরিত্র লোকদিগের মানসিক উন্নতিকল্পে সংশোধন শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা,

আমেরিকার দাসত্বপ্রথার বিরোধীদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, কারাবাসীদিগের শিক্ষা ও স্বচ্ছন্দতার জন্য কারাসংস্কার প্রভৃতি নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই অগাধ প্রেমে চালিত হইয়াই তিনি সুদূর ভারতের চিরনিগ্রহ-ভাজন, অধঃপতিতা, দুঃখিনী নারীদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যে সৎকার্য্য হইতেছে দেখিতেন,—কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সেখানেই অন্তরের সহিত যোগদান করিতেন। নিরাশ্রয়, দরিদ্র বালকবালিকাদিগের উন্নতি চিন্তা তাঁহার সমগ্র জীবন পূর্ণ করিয়াছিল। তাহাদের অবস্থার প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য শত শত প্রবন্ধ লিখিয়া সভাসমিতিতে পাঠ করিয়াছেন। পার্লামেণ্টের প্রতিপত্তিশালী সভ্যগণকে তাহাদিগের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করিয়াছেন। তাহাদিগকে উন্নত এবং সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিতে প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে ত্রিশ বৎসর পরে দরিদ্র-বিদ্যালয়, পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং সাহায্য প্রাপ্ত হয়। মেরী কার্পেণ্টার্ অন্যান্য বহু জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও, নিম্ন শ্রেণীর নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের মঙ্গল-সাধনে তিনি আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন।

ভারতবাসী এখনও নারীজাতিকে অতি হীন অবস্থা এবং হীন আদর্শের মধ্যে রাখিয়াছেন। নারীগণ যাহাতে সুশিক্ষিতা হইয়া জগতের কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারা নারীদিগকে কি সেই সুযোগ প্রদান করিবেন না? এই মহীয়সী মহিলার জীবনী কি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে না যে, নারীজীবন অবজ্ঞার বস্তু নহে এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে, নারীজীবন কত দূর উন্নত এবং মহৎ হইতে পারে? নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে কিছু করিতে পারা যায় কি না, তাহা পুণ্যবতী মেরী কার্পেণ্টারের জীবন হইতে কি দেখিতে পাইতেছি না? তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহ কি সকল পুরুষ এবং রমণীরই অনুকরণীয় নহে?



মেরী কার্পেণ্টার সম্বন্ধে মন্তব্য।



Babu Rabindra Nath Tagore, the premier poet of Bengal writes :—

তোমার প্রণীত "মেরী কার্পেণ্টার" গ্রন্থখানি উপহার পাইয়া প্রীত হইলাম। আমার ছেলেদের পড়িবার জন্য ইতিপূর্ব্বে তোমার "শিখের বলিদান" একখানি আনাইয়াছিলাম। বইখানি পড়িয়া ছিঁড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিতে বিলম্ব হয় নাই। দুঃখের বিষয়, ঘরের ছেলেদের হাতে দিবার মত এমনতর বই আর বাঙ্গলায় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে সকল প্রকার বীরত্বের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তোমাকে বই লিখিবার জন্য অনুরোধ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ এই সুযোগে তাহা জ্ঞাপন করিলাম।

মেরী কার্পেণ্টার বীরাঙ্গনা। ইহাঁরা কোন বিশেষ দেশের নহেন—ইহাঁরা বিশ্বের অধিবাসিনী ;—এই জন্য ইহাঁরা সকল দেশের স্ত্রীলোকেরই পূজনীয়া এবং পুরুষেরও ভক্তির পাত্রী। তথাপি ইহাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র অনেকটা পরি-

মাণে আমাদের অপরিচিত হওয়াতে দেশের সাধারণ রমণী-দের নিকট ইহাঁদের দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম হয় না। শিক্ষিতা যাঁহারা আছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের শিক্ষা যদি যথার্থ হৃদয়ে গ্রহণ করেন, তবে উপকার পাইবেন। ইতি ১১ই আষাঢ়, ১৩১৩।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

MARY CARPENTER—By Miss Kumudini Mitra, B. A.—A short well-written biographical sketch of Mary Carpenter, the well-known philanthropist and social reformer of Bristol. Mary Cerpenter's life is full of inspiration for women as much as for men. On the one hand she demonstrated by her example what vast scope of blessed and regenerating helpfulness to their fellowmen were open to women even in the midst of the many social and political limitations of her time. On the other hand she revealed the power of sympathy in reclaiming what were supposed to have been the wastage of human society. India owes a special debt of gratitude to this noble lady, for her unceasing interest in all Indian quetsions and particularly the question of female education and we are glad that an Indian lady has taken the troubles of interpreting the story of Mary Carpenter's life to her sisters, who are not in a position to read in the original. We hope it will be well appreciated.

THE INDIAN MESSENGER.—*1st July, 1906.*

Miss Kumudini Mitra, B. A., of Calcutta has presented to the reading public of Bengal a short but excellent life of Mary Carpenter, the celebrated philanthropist of Bristol. Miss Mitra wields an able pen, her interpretation of the philanthropist's life to her sisters is admirable and in everyway does credit to the author. May our educated sisters of Bengal be inspired, like this rising author, with the high ideals of Mary Carpenter's life !

The Indian Social Reformer.

BOMBAY.—*July 15, 1906.*

Sir Gurudas Banerjee late Justice of the Calcutta High Court., writes :—

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

১৫ই আষাঢ় ১৩১৩।

* * * * "শিখের বলিদান" এবং "মেরী কার্পেণ্টার" নামক দুইখানি পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, এবং ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। দুইখানি পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ। তাহাদের বিষয় যদিও বিভিন্ন, কিন্তু উভয়েই উন্নত ও পবিত্রভাব উদ্বোধক। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, গ্রন্থকর্ত্রী সাহিত্য-জগতে প্রভূত যশোলাভ করুন।

* * * * * *

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেরী কার্পেণ্টার—শ্রীকুমদিনী মিত্র বি, এ প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। যে বিদুষী রমণী "শিখের বলিদান" পুস্তক লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, তিনি ভারতহিতৈষিণী কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের জীবনী লিখিয়া সহৃদয়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকখানি স্ত্রীলোকমাত্রেরই বিশেষ পাঠ্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা—শ্রাবণ, ১৩১৩।

মেরী কার্পেণ্টার।—শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি, এ প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা। এক খানি চিত্র সহিত। প্রাতঃস্মরণীয়া মেরী কার্পেণ্টারের এই সুলিখিত জীবন-চরিত খানি পড়িলে বঙ্গনারীগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমাদের দেশের নারীগণের (শিক্ষিতা মহিলাগণেরও) কার্য্যক্ষেত্র, ইংরাজ মহিলাদের কার্য্যক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু মহৎ জীবনের নকল করিয়া ত কেহ বড় হয় না। সেই জীবন হইতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াই উন্নত জীবন লাভ করা যায়। অতএব সর্ব্ব দেশের পূতশীলা নারীগণের জীবন-চরিত আমাদের পাঠ্য। এই জন্য এই পুস্তিকা খানি আমাদের বালিকা, যুবতী ও প্রবীণাদের হাতে দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। পুস্তক খানির ছাপা ও কাগজ বেশ সুন্দর।

প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩১৩।

'MARY CARPENTER."—This is a short biographical sketch of Miss Mary Carpenter, the celebrated philanthropist of Bristol. This, we believe, is the first Bengalee rendering of the life of Mary Carpenter. The authoress, Miss Kumudini Mitra B. A., is a talented daughter of our patriotic countryman, Babu Krishna Kumar Mitra, the editor of "Sanjibanee." The excellent services of Miss Mary Carpenter in the spread of female education in this country justly call for a ready response in our educated girls of to-day. It is, therefore, in the fitness of things that a lady graduate of our University should undertake to bring out the life of one who did so much for the betterment of her sex. Miss Mitra is already known to the reading public of Bengal as the writer of that inspiring little book "Shikher Balidan." The warm enthusiasm and utmost familiarity with which she narrates and explains the events and works of Mary Carpenter's life not only interests the reader but gives him an insight into the life of the philanthropist. The book is written in an elevated style, and altogether it is a pleasant and profitable reading both for the young and old The get-up of the book leaves nothing to be desired and is as inviting as the book itself.

The Amrita Bazar Patrika.—July 23, 1906.

MARY CARPENTER, BY KUMUDINI MITRA, B. A.—If is a matter of satisfaction that this little book has been written. The life of Mary Carpenter possesses great interest to all lovers of India. She was a de-

voted friend to the Indian people, and her treatment of Raja Rammohun Roy has placed the Bengalis especially in her debt. It is gratifying that the first full account of her life, in an oriental language, should be written in Bengali by a Bengali lady.

The book is well-written and well-printed, and I trust will have the large sale it deserves.

ED. C. WOODLEY,

Principal, L. M. S. College, Bhowanipur.

I have had great pleasure in reading the life of Mary Carpenter by Miss Kumudini Mitter, B. A.; and would like to thank the authoress for giving me the opportunity of reading it. This book is one that will help to satisfy a real need among young Bengali girls,—the need of a pure and instructive literature in their own language. The number of really healthy pure Bengali stories is very small and while we are seeking by education to encourage a love of reading, we find it very difficult to find books fit to read.

This life of Mary Carpenter is pure and inspiring, and every girl who reads it should be the better woman for so doing.

I would urge the writer to go on in this work and give us many more such helpful little books.

FLORENCE SYRETT,

Superintendent,

London Mission Christian Girls' School,

Bhowanipore.

Babu Surendra Nath Banerjee, the great Orator and Political leader of Bengal, writes in the "Bengalee" of the 2nd August, 1906 :—

For some time two little books in Bengalee *Sikher Balidan* and a Life of Miss. Mary Carpenter by Kumari Kumudini Mitra, B. A, have been lying on our table The authoress is the daughter of Babu Krisna Kumar Mitra, the well-known Editor of the *Sanjibani* newspaper. We have read the books with pleasure and profit. The style is simple and vigorous, and there is a fascinating air of sincerity which has a charm all its own.

Sikher Balidan is a book which ought to be in the hands of every school boy. It is a thrilling record of Sikh martyrdom. It tells us in a few well-written biographical sketches the story of the up-building of the Sikh character which made the Sikhs what they were and what we hope they will yet be. In all great movements boys and young men play a prominent part, the divine message first comes to them; and they are persecuted and they suffer for their faith. Suffer the little children to come unto me, are the words of the divinely-inspired founder of Christianity ; and the faith that is inseparable from childhood and youth is the faith which has built up great creeds and has diffused them through the world. Our boys and young men have been persecuted for their *Swadeshism*; and their sufferings have made *Swadeshism* strong and vigorous. The blood of the martyrs is the cement of the church ; and the sturdy

faith of the Sikh, which braved death and disaster with unflinching courage, was reflected in the heroic sufferings of its youthful martyrs. Our authoress tells us the story of the martyrdom of Fateh Singh and Jarwar Singh, the youthful sons of Guru Govind. The two boys, confronted with their persecutor, never flinched from the faith of their fathers. They were entreated to save themselves by abjuring their religion. They firmly refused. They rose above all temptation, even the terrors of death. Mark the heroic words of these boy-martyrs :—"He who has forsaken his God fears death. To the devoted death is real birth. We rejoice in the presence of death. In death shall we find our everlasting joy." Thus exclaimed the sons of Guru Govind, and torture, followed by execution, terminated their young lives. The little book reveals the process of nation-building through the ordeal of of fire and persecution, It should be in hands of everybody who has his eyes open to the significance of the events that are passing around us. * * *
* * * * * * * * *